দৈনিক জনকণ্ঠ

ছাত্রলীগের ২৭তম জাতী
সম্মেলন আগামী মার্চে
শেষ সপ্তা

মামুন অর রশাদ

আগামী মার্চ মাসের শেষ সপ্তাহে বাংলাদেশ ছাত্রলীগের ২৭তম জাতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে। ছাত্রলীগের সাংগঠনিক নেত্রী আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা বুধবার অনুষ্ঠিত এক সভায় এই সময়ের মধ্যে (২৬ মার্চ থেকে ৩১ মার্চ) সংগঠনের জাতীয় সম্মেলন আয়োজনের নির্দেশ দেন। তিন বছর তিন মাস পর সম্মেলনের ঘোষণায় সংগঠনে প্রাণস্পন্দন ফিরে এসেছে, বিরাজ করছে উৎসবের আমেজ, নেতাকর্মীরা কাঙ্ক্ষিত পদ পেতে সক্রিয় হয়েছেন। নির্বাচনোউত্তর নির্যাতন প্রতিরোধে ছাত্রলীগের ব্যর্থতা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রথমে পালিয়ে যাওয়া এবং পরে দু'টি হল থেকে বিতাড়িত হওয়ার ঘটনায় ছাত্রলীগের দুর্বল প্রতিবাদ কর্মকাণ্ডে তিনি ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। নতুন সম্মেলন আয়োজনের দায়িত্ব তিনি সাবেক ছাত্রলীগ নেতাদের সমন্বয়ে গঠিত 'ওকে কমিশনকে' দিয়েছেন। আগামী ৩১ জানুয়ারি পল্টন ময়দান অথবা রমনার বটমূলে ছাত্রলীগের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীর পুনর্মিলনী ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হবে। এতে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত থাকবেন সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

আগামী ১ ফেব্রুয়ারি ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় কমিটির বর্ধিত সভায় সংগঠনের ২৭তম জাতীয় সম্মেলনের চূড়ান্ত দিনক্ষণ নির্ধারণ করা হবে। এর মধ্যে জাতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠানের আগে সকল থানা, জেলা, বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ও হল শাখা, মহানগর ও বিভিন্ন ইউনিট কমিটি গঠন করা হবে। সম্মেলনের আগে এই প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা সম্ভব না হলে নতুন কমিটি এসে বাকি কাজ সম্পন্ন করবে। এ জন্য সম্মেলন বিলম্বিত করার কোন সম্ভাবনা নেই বলে জানা গেছে। আগামী ৩১ জানুয়ারি ছাত্রলীগের পুনর্মিলনী ও আলোচনা সভায় আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা ছাত্রলীগ [illegible]

রাখবেন। মঙ্গলবার সংগঠনের দলীয় কার্যালয়ে ছাত্রলীগের সম্মেলন প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে শেখ হাসিনা বলেন– তিনি বাঙালীর জাতির জন্য দ্বিতীয় মুক্তির ডাক দিতে চান যেটি বঙ্গবন্ধুর অসমাপ্ত বিপ্লব হবে বলে তিনি চিন্তা করছেন। ছাত্রলীগের মাধ্যমে তিনি দেশব্যাপী নৈতিকতার বোধ শিক্ষার প্রসার ঘটিয়ে সমাজ থেকে কুসংস্কার অপসারণ, সততা, ন্যায়পরায়ণতা, আত্মপ্রত্যয়ের বলে বিজয় নিশ্চিত করতে চান। আঘাত হানতে চান সকল প্রকার সুবিধাবাদী চরিত্র,.চাটুকার শ্রেণী, দুর্নীতিবাজ চক্রের

১ ফেব্রুয়ারি কেন্দ্রীয় কমিটির বর্ধিত সভায় চূড়ান্ত দিনক্ষণ নির্ধারণ করা হবে

বিরুদ্ধে। এ কাজের জন্য বিপ্লব প্রলম্বিত হলেও তিনি এ কাজে হাত দেয়ার জন্য ছাত্রলীগকে তৈরি করবেন। এবারের নেতৃত্ব নির্বাচনে তিনি মেধার পাশাপাশি কর্মিটমেন্ট ও সিনসিয়ারটি বিবেচনায় আনবেন বলেও জানিয়েছেন। তিনি বলেছেন– যারা অস্ত্র হাতে নেবে না কিন্তু অস্ত্রকে রাজনৈতিক শক্তি দিয়ে মোকাবিলা করতে পারবে তারাই সাংগঠনিক দায়িত্ব পাবে, যারা কোটারী স্বার্থে নেতৃত্ব নির্বাচনে সুপারিশ করবে তাদের দু'এক ঘা কথা শুনতে হবে, যারা সংগঠনের স্বার্থে নেতৃত্ব নির্বাচনে সুপারিশ করবে তারা নিজেরাও কাজ [illegible]

বিশ্বাসের ওপর নির্ভর করে তৈরি ব
ব্যক্তিগত গোয়েন্দা রিপোর্ট নেতৃ
নির্বাচনে বিশেষ প্রভাব ফেল
ছাত্রলীগের সাংগঠনিক অবকাঠামো
দুর্বলতা কাটাতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা মহানগরের নেতৃত্বের সমন্বয় ক
এবার কেন্দ্রীয় কমিটি গঠিত হ
নির্বাচনের পর যেসব ইউনিট নির্যাত
বিরুদ্ধে সফল প্রতিরোধ রচনা কর
পেরেছে সেসব ইউনিটের শীর্ষ নেতা
কেন্দ্রীয় কমিটিতে মর্যাদাস
সম্পাদকীয় পদ দেয়া হতে পা
এবারে এই তালিকায় রয়ে
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় এবং চট্টগ্র
বিশ্ববিদ্যালয়। সুপার ফ্লপ ঢা
বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন নেতৃত্বে এব
বিশেষ আকর্ষণ ও যোগ্যতা দু'
থাকছে। কেন্দ্রীয় কমিটির শ
পদগুলোতে নেতৃত্ব নির্বাচনে সাংগঠনি
নেত্রী বিভিন্ন শুভাকাঙ্ক্ষী মহলের রিপে
নেবেন তবে সেক্ষেত্রে পরিবারত
কোন প্রাধান্য এবার থাকছে না। জে
পর্যায় থেকে কাউন্সিলে আসবেন ৮৪
সাংগঠনিক জেলা কমিটির সভাপ
সাধারণ সম্পাদক, জাতীয় পরিষদ সদ
এবং ২৫ সদস্যের ডেলিগেট।

সম্মেলনে নেতৃত্ব নির্বাচনের আ
সাংগঠনিক নেত্রী জেলা পর্যায় থে
আসা ডেলিগেটদের বিশেষ সভ
মাধ্যমে মতামত নেবেন। এই মতাম
মূল্যায়ন ও বিবেচনা করেই তিনি সিদ্ধ
নেবেন। আসন্ন সম্মেলনে বিরোধী দ
রাজনীতি প্রয়োজন উপলব্ধি ক
কোয়ালিফাইড নেতৃত্ব আসবে না
অথর্ব নেতৃত্ব আসবে– সেই প্র